আমাদের সময়
রবিবার
২০ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৭ বৈশাখ ১৪৩২

NORTH SOUTH UNIVERSITY LIBRARY
SEEK KNOWLEDGE
1992

বাংলাদেশের কাজ ট্রাম্প শি মোদি এসে করে দেবেন না

■ মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের মানুষকেই ঠিক করতে হবে। বাংলাদেশটা আমাদের, এর ভবিষ্যৎও আমাদের নির্মাণ করতে হবে। আমেরিকা থেকে ট্রাম্প এসে ঠিক করে দেবেন না বা চীন থেকে শি এসেও এটা করে দেবেন না কিংবা ভারত থেকে মোদিও (নরেন্দ্র মোদি) আমাদের ধাক্কা দিয়ে কিছু করতে পারবেন না। এ বিষয় আমাদের অন্তরে গেঁথে নিতে হবে।

গতকাল শনিবার রাজধানীতে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির সেমিনার হলে ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ২

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রদূত সিরাজুল ইসলামের দৃষ্টিতে ক্ষমতায়ন : বাংলাদেশ, নেতৃত্ব-ঐক্য এবং প্রবৃদ্ধির পথে কূটনীতি-শাসনব্যবস্থা রূপান্তর শীর্ষক গতকালের আলোচনা সভায় মির্জা ফখরুল ● আমাদের সময়

বাংলাদেশের কাজ ট্রাম্প শি মোদি এসে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) আয়োজিত 'বাংলাদেশের ক্ষমতায়ন : নেতৃত্ব, ঐক্য এবং প্রবৃদ্ধির পথ' শীর্ষক এক আলোচনায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই মন্তব্য করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। দুই পর্বের এই আলোচনা সভা হয়। প্রথম পর্বে বিএনপি মহাসচিব ছাড়াও অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র সচিব জসিম উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর প্রমুখ বক্তব্য দেন। দ্বিতীয় পর্বে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক দিলারা জামান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রয়াত সিরাজুল ইসলামের বড় মেয়ে সাবরিনা ইসলাম রহমান।

দেশে বহু সমস্যা আছে উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এর জন্মই হয়েছে বহুত্ববাদের মধ্য দিয়ে, এটা নিয়ে অনেকে ভুল বোঝাবুঝি করেন। বহু চিন্তার মধ্য দিয়ে, অনেক চিন্তা এসে এখানে একসঙ্গে হয়েছে। স্বাধীনতার সময় আমাদের নেতা অনেকেই ছিলেন। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিবুর রহমান, মাহবুব উল্লাহ্ তখন বড় নেতা ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ফখরুল আরও বলেন, তখন আমাদের একেকজনের একেক চিন্তা ছিল। কেউ সমাজতন্ত্র, কেউ কমিউনিজম, কেউ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার চিন্তা করেছেন। তার পর যখন যুদ্ধ শুরু হয়েছে, আমরা সবাই এক হয়েছি এবং এক হয়ে লড়াই লড়েছি। আজ ২৪-এ একই ঘটনা ঘটেছে, বিভিন্ন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমরা এসেছি, যেদিন ছাত্রদের ওপর গুলি শুরু হয়েছে, সবাই রাস্তায় নেমে এসেছে।

মির্জা ফখরুল বলেন, প্রায় শত বছর ধরে আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। এই লড়াইয়ে আমাদের অনেক ত্যাগ আছে, অনেকে প্রাণ দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই আমাদের কয়েক হাজার তরুণ-তাজা প্রাণ চলে গেছে। তাদের ত্যাগের কারণেই বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ, সুখী দেশের স্বপ্ন দেখছে প্রতিষ্ঠার পর থেকে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপ নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, এর যদি সুরাহা করা না যায়, তবে আরও বড় বিপদে পড়তে হবে। মির্জা ফখরুল বলেন, আসুন, আমরা সবাই এক হয়ে কাজ করি। সমস্যা আছে এবং সমস্যার সমাধান হবে। ইতোমধ্যে অনেক দিন চলে গেছে। আমি প্রফেসর ইউনূসকে (অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস) ধন্যবাদ জানাতে চাই যে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন। আমার বিশ্বাসও আছে, তিনি সফল হবেন। আসুন, সবাই মিলে তাকে সাহায্য করে আমরা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করি। তবে একটা কথা, গণতন্ত্রের কোনো বিকল্প নেই এবং গণতন্ত্রকে কখনো চাপিয়ে দেওয়া যায় না– এটা চর্চা করতে হবে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা একটা অভ্যাস আছে- এটা ভালো না খারাপ আমি বলতে চাই না। ওনারা শুধু ঝগড়া বাঁধিয়ে দিতে চান। দেখবেন টকশোতে যারা এ্যানকোরে কাজ করেন তাদের শুধু লক্ষ্য ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া।